দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..... 9 DEC 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ৫ .....

letters.ittefaq@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

কলেজ-গ্রন্থাগারিকও শিক্ষক

গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষার একটি শর্ত নয়—একেবারে অঙ্গ। যেমন অক্ষর, ভাষা; যা সরাসরি শিক্ষার বিষয় ভাবকে শাণিত করে। এটি শিক্ষার মাত্রা যোগকারী কোনো উপাদান নয়। যেসব কার্যক্রম শিক্ষার বিষয়ীভূত নয়, মাত্রা যোগ করে মাত্র তা সহশিক্ষার পর্যায়ভুক্ত— যেমন খেলাধুলা ঐতিহ্যগতভাবে গ্রন্থাগারিক শিক্ষকতার মহান বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক।

শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর ৩বি/৩৭/বি/২০১২/১১৭২৩/৪ হিসাব তারিখ ১-৮-১২ চিঠির উদ্দেশ্য সরল রৈখিক নয়। গ্রন্থাগারিকগণ প্রথম থেকেই উৎসবভাতাসহ সমস্ত সুবিধা শিক্ষক হিসেবে ২৫% হারে পেয়ে আসছেন। উৎসবভাতা ২৫% থেকে ৫০%-এ উন্নীত করে তাদের অশিক্ষক (কর্মচারী) আখ্যায়িত করার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সমৃদ্ধিশালী চরিত্রকে খর্ব করা হয়েছে।

১৯৬৮ সালে সরকার বিভিন্ন কলেজে সর্বপ্রথম একজন প্রভাষকের পদমর্যাদায় ও বেতনস্কেলে এবং সমশিক্ষাগত যোগ্যতা ধরে গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করেন। ড. কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪-এ উল্লেখ করা হয়েছে—'গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীরা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষকদের সহায়ক ও সহযোগী। ...তুল্য যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার কর্মীগণকে পদমর্যাদা ও পারিশ্রমিকের ব্যাপারে শিক্ষকদের পর্যায়ভুক্ত করতে হবে। গ্রন্থাগারিকদের প্রশাসক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা অযৌক্তিক এবং জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি ১৯৭৩-এ অধিভুক্ত কলেজ-গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষক হিসেবে দেখানো হয়েছে। একই ধারাবাহিকতা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধিতেও বজায় রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের আদেশ নম্বর ৭০০২/১/শিভিল-১ তারিখ ৮/১০/৮৩ অর্ডিন্যান্সেও গ্রন্থাগারিককে দেখানো হয়েছে একজন শিক্ষক হিসেবে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ গ্রন্থাগারিককে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে।

আমাদের কামনা—সরকারের কর্তা-ব্যক্তিগণ তাৎক্ষণিক বোধ নয়, বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক ও সমকালীন বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারিকতার প্রকৃতি বিশ্লেষণে উদ্যোগী হবেন এবং যুক্তিগ্রাহ্য স্বীকৃত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ঘোষণায় ব্রতী হবেন। কলেজ গ্রন্থাগারিকদের জন্য গ্লানিকর এবং জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি এ আদেশ দ্রুত প্রত্যাহার এবং তুল্য যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদে আসীন হবার বাধা দূর করবেন।

মাহমুদা পারভীন,
৬২ পশ্চিম দোলাইরপাড়,
ঢাকা ১২০৪।